একজন বিচক্ষণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীর আত্মজীবনী

শিবনারায়ণ রায়

আনিসুজ্জামান, কাল নিরবধি, সাহিত্য প্রকাশ

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো আত্মজীবনীরও রকমফের নিতান্ত কম নয়। যিনি লেখেন তাঁর চরিত্র, তাঁর উদ্দেশ্য,সমকালীন সমাজে এবং ইতিহাসে তাঁর স্থান, তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর লেখার সামর্থ্য, এবং আরো নানা উপাদান মিলে তাঁর আত্মজীবনীকে নির্দিষ্ট করে। এবং পাঠকপাঠিকারাও বিভিন্ন প্রত্যশা নিয়ে বিভিন্ন আত্মজীবনী পড়েন। কোথাও-বা প্রাধান্য পায় লেখকের অন্তর্জীবন সম্পর্কে কৌতূহল (বিশেষ করে যদি আত্মজীবনীর লেখক বা লেখিকা বিখ্যাতবা বিতর্কিত হন)। কেউ - বা আত্মজীবনীর ভিতরে খোঁজেন ইতিহাসের উপাদান, কেউ-- বা প্রত্যাশা করেন উপন্যাসের স্বাদ। রাসসুন্দরীর আমারা জীবন আর শিবনাথ শাস্ত্রীয় আত্মচরিত্র যেমন এক জাতের রচনা নয়, তেমনই যদিওদুজনেই পাকা শিল্পী তবু অন্নদাশঙ্করের বিনুর বই আর প্রকাশ কর্মকারের আমি-র মধ্যে মেজাজের আসমান-জমিন ফারাক।

পশ্চিমে আত্মজীবনী রচনার যেটি প্রধান ধারা তার আদি লেখক সন্ত অগাস্টিন জন্মেছিলেন উত্তর আফ্রিকায়। মা খ্রিশ্চান, বাবা স্বকীয় আফ্রিকান কৌলিক ধর্মে বিশ্বাসী। অগাস্টিনের জীবনের বড় অংশ কেটেছে অন্তর্দ্বন্দ্বে ; নিজের ভিতরকার দুর্মর কামবৃত্তির সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসু নীতিবোধের লড়াই তাঁকে বারবার নিয়ে গেছে পাতালিক সর্বনাশের কিনারায়। তাঁর কৈশোর যৌবনে যা কিছু ঘটেছে---তা যতই গর্হিত, নীতিবিদ্ধ, হীনমতির পরিচায়ক হোক-না কেন--কিছুই তিনি গোপন করেন নি। তাঁর নির্দ্বিধ সততা এবং নিষ্করুণ আত্মোদ্‌ঘাটনে তাঁর "স্বীকারোক্তি" (Confessiones) গ্রন্থটিকে বিশ্বসাহিত্যে অমরত্ব দিয়েছে-- শুধু খ্রিস্টধর্মীদের অবশ্যপাঠ্য করে রাখে নি।

তবে ইয়োরোপে আত্মজীবনীর সমুচ্ছ্রায় ঘটে রেনেসাঁসের পর্বে। ব্যক্তি নিজের প্রাতিস্বিকতা বিষয়ে যত সচেতন হয়ততই তার আত্মোদ্‌ঘাটনে উৎসাহ বাড়ে। এই যুগের সবচাইতে বিখ্যাত আত্মজীবনী লেখেন স্বর্ণকার এবং ভাস্কর বেন ভেনুতা চেলিনি। তাঁর গ্রন্থে যেমন তাঁর সংস্কারমুক্ত, প্রাণোচ্ছল, উচিত-অনুচিত বোধের বেড়া টপকানো নানা কার্যকলাপের বিবরন পাই, অন্যদিকে তেমনি ষোল শতকের ইতালির প্রোজ্জ্বল এবং সত্যনিষ্ঠ পরিচয়ও বিধৃত হয়েছে---যে ইতালিতে কালজয়ী সৌন্দর্যের সঙ্গে স্থূলজান্তব উন্মাদনা, মনুষ্যপ্রজাতির সীমাহীন সম্ভাবনার অনুশীলনের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ফেরেববাজি মিলেমিশে বিদ্যমান। এবং এই পশ্চিমী ধারার সবচাইতে ব্যাপকভাবে পঠিত আত্মজীবনী জাঁ-জাক সো-র "স্বীকারোক্তি"--- যাতে ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিশেল থাকলেও নিজের স্খলন-পতনকে ঢাকা দেবার চেষ্টা নেই।

উনিশ শতকের মধ্যভাবে এবং বিশ শতকের সূচনায় বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিবিধ প্রকাশের একটি দিক ছিল আত্মজীবনী রচনার প্রাচুর্য। রাসসুন্দরীর আমার জীবন, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবনচরিত, নবীন সেনের পাঁচ খণ্ডে লেখা আমার জীবন, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, মীর মশাররফ হোসেনের আমার জীবনী,রবীন্দ্রনাবে জীবনস্মৃতি, কেশব সেনের মা সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, বিনোদিনীর আমার কথা--তালিকা দীর্ঘ করবার প্রয়োজন দেখি না, তবে এটা

স্পষ্ট প্রাচুর্যে এবং বৈচিত্র্য সে যুগের সাহিত্যে আত্মজীবনী বিশেষ স্থান পেয়েছিল।

প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য ছিল ঠিকই, কিন্তু এক জায়গায় মনে হয় মস্ত একটা ফাঁকিও রয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত এবং পরিবেশসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সমাবেশ থাকলেও ক্বচিৎ এই সব আত্মাজীবনীতে দেখা যায় সত্যকারের আত্মনুসন্ধান--নিজের এবং পরিবেশের নিঃসঙ্কোচ বিচার- বিশ্লেষণ। দেশে বাল্যকাল থেকেই শেখানো হয় সত্যকথা বলবে, প্রিয় বচনবলবে, কিন্তু কখনো অপ্রিয় সত্য বলবে না। শুধু সমাজের কাছে যা অপ্রিয় তা-ই নয়, নিজের কাছেও যা গ্লানিকর,যা হীনতার পরিচায়ক। বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেই সেন্সর বা নির্বাচক যা লোকদৃষ্টিতে অশ্লীল, অনৈতিক বা বিক্ষোভঞ্চারী তাকে ছেঁটে দেয়। ফলে আত্মজীবনী হিসেবে লেখা হয় এমন কাহিনী যেখানে নিদ্ধ বৃত্তিগুলি প্রসধনএবং প্রলেপের আড়ালে অদৃশ্য, সেখানে সত্যনিষ্ঠার চাইতেশ্লীতাবোধ বেশি প্রবল, যেখানে অন্ধকার অন্তর্লোকেরঘাতপ্রতিঘাত, সমাধানহীন বিরোধ এবং আর্তি, অথবা শারীর সম্ভোগের অলজ্জা উল্লাস অনুপস্থিত। বঙ্গভাষার লেখক সংকলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপরিচয় হিসেবে যখন ''জীবনদেবতা'' প্রবন্ধটি লেখেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁকে নিয়েঅকারণে পরিহাস করে নি। এমন কি পরবর্তীকালে জীবনস্মৃতি পড়ে রবীন্দ্রনুরাগী প্রমথ চৌধুরীও লিখেছিলেন, এ বই ''রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত নয়, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস''।

সম্প্রতি যে আত্মজীবনীটি পড়ে এ সব কথা মনে এলো সেটির লেখক উভয় বাংলাতেই বিবুধান ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত। কাল নিরবধি-র রচয়িতা আনিসুজ্জামান মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র বইটি লিখে বেশ কিছুকাল আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ঝিবিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পরে অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতি, তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী, বাংলাভাষা এবং আধুনিক কালে বাঙালি মুসলিম মানস নিয়ে তাঁর চর্চা, দুই বাংলার সাহিত্যিক এবং আলেম ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, ঢাকা থেকে কলকাতায় তাঁর নিয়মিত আসা - যাওয়া---এ সব নিবন্ধন তাঁর আত্মজীবনী স্বভাবতই শিক্ষিত পাঠক মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলবে। প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তাঁর জন্ম ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। আত্মকাহিনীর ঘটনাবলী শেষ হয়েছে ১৯৭১-এর মার্চ মাসে। অর্থাৎ এখানে যে তিন দশকের বিবরণ আছে সে বড় অস্থিরবিক্ষুব্ধ, সংঘাত ও রূপান্তরের সময়। আনিসুজ্জামান যে এই অস্থির পর্বে পঠনপাঠন, গবেষণা এবং অধ্যপনায় পুরোপুরি নিমগ্ন ছিলেন তা নয় ; অন্তত তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে ধারণা হয় তিনি নানাবিধ সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গেকমবেশি যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বিপ্লবী শ ভাবুক আলেকজান্ডার হার্ত্‌জেনের আত্মকথায়---My Past and Thoughts এবং From the Other Shore উনিশ শতকের শ চিন্তায় এবং সমাজে যে প্রবল আলোড়ন ঘটেছিল তার যেমন প্রাণবন্ত পরিচয় মেলে, আনিসুজ্জামানের পাঁচশ' পৃষ্ঠা ব্যাপী স্মৃতিচারণে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পটভূমি তেমন মননদীপ্ত প্রাণাবেগে প্রকটিত হয় নি। এজন্যে হয়তো দায়ী লেখকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ যেখানেদরজির মানে জীবন নির্দিষ্ট করাই প্রথা, অথবা সেই পরিবেশে গড়ে ওঠা লেখকের চরিত্র যা যতটা হিসেবি এবং আপোশপন্থী ততটা জেদী বা নির্ভীক নয়।

আনিসুজ্জামান সঙ্গত কারণেই শু করেছেন পূর্বপুষদের কাহিনী দিয়ে। তাঁদের বাস ছিল ''চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহাকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মোহাম্মদপুর গ্রামে''। এখানে বসতি স্থাপন করেন তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ। সম্ভবত তাঁর পৈতৃক পূর্বপুষরা ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু ; তাঁরা সেখ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর পিতামহ আবদুর রহিম ছিলেন সে যুগের একজন সম্মানিত কোবিদ, লেখক এবং পত্রিকা সম্পাদক। ধর্মবিশ্বাসী হলেও তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাব ছিল না।তাঁর সম্পদিত মিহির ও সুধাকর ছিল সে যুগের বাঙালি মুসলমান সমাজের মুখপত্র। তাঁর বিশেষ বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু। মনে হয় আবদুর রহিমের মডেলটি আনিসুজ্জামানের ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বইটির গোড়ায় প্রথম প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে পিতামহের যে ছবিটি পাই তা খুবই মনোগ্রাহী।
পিতার পূর্বপুষ দেশজ বটে, কিন্তু মায়ের পরিবার ''বহিরাগত''। তাঁরা মনে করতেন তাঁদের পূর্বপুষ বাগদাদ থেকে বসিরহাটে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। প্রথমে তাঁরা মীর উপাধি ব্যবহার করতেন, পরে সৈয়দ। বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। ১৯৩৬ সালে তিনি বসিরহাট থেকে উঠে আসেন কলকাতায়, প্রথম এন্টালিতে, পরে পার্কসার্কাসে।

ফজলুল হকের পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে এখানে তাঁর ভালই প্রতিষ্ঠা হয়। আনিস লিখেছেন, "বাড়ির আবহাওয়ায় থেকে মনে গেঁথে গিয়েছিল এ-কথাটা যে হিন্দু ও মুসলমান স্বতন্ত্র। .... আমিও পাকিস্তানের খুদে সমর্থক হয়ে উঠেছিলাম" চল্লিশের দশকে বঙ্গদেশে তথা ভারত মহাদেশের যে ওলটপালট ঘটছিল তার দূরপ্রসারী অর্থ বোঝবার মত বয়স তখনো আনিসুজ্জামানের হয় নি। মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, এমন কি কলকাতায় "মহা হত্যাকাণ্ড" যখন ঘটে তখনো তিনি নিতান্ত নাব ালক। তবে পার্ক সার্কাসে থাকার ফলে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে"--র অগ্নিকাণ্ড নয়-দশ বছরের বালককেও অব্যাহতি দেয় নি। তাঁর স্মৃতি অনুসারে "পরিবার এবং পরিবেশ থেকে যেটুকু সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান আমার জন্মেছিল ১৯৪৬ সালের দাঙ্গ ার অভিজ্ঞতার ফলে মন থেকে তা সম্পূর্ণ মুছে যায়"। কথাটার মধ্যে কিছুটা আতিশয্য আছে। বইটি পড়তে পড়তে সম্ভবত লেখকদের অজ্ঞাতসারেই তন্নিষ্ঠ পাঠকের চেতনায় ধরা পড়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সমস্যা কতটা জটিল এবং দৃঢ়মূল, এবং তার কবল থেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ স্ত্রীপুষের কথা বাদ দিলেও শিক্ষিত জনও এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুক্ত হয় নি। না হলে, ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের খবরে আনিসের মত অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তবুদ্ধি ব্যাক্তি কেন লিখবেন, "যুদ্ধে পাকিস্তান ভালো করছে বলে খবর পেলে খুশি হই, ভারতীয় ভালো করছে জানলে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হই"?

বইটিতে পূর্বপুষের কাহিনী থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত সময়ের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক সম্ভবত সহস্রা ধিক স্ত্রীপুষের নামোল্লেখ করেছেন ; শুধু নামধাম নয়, তাঁর পরবর্তীকালে কী কী পদ অলঙ্কৃত করেন তারও সংবাদ আছে। কিন্তু দু-চার জনকে বাদ দিলে এই অসংখ্য মানুষ প্রায় ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেন নি। ব্যতিক্রমদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পূর্বোক্ত পিতামহ আবদুর রহিম, বিদ্রোহী বাউণ্ডুলে কবি বেনজীর আহমদ,লেখকের আববা যিনি "কোনো অর্থেই সাহসী পুষ ছিলেন না।" (পৃঃ ৮৯), বহুবেত্তা ভাষাবিদ ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এবং নির্ভীক প্রজ্ঞাবান উপাচার্য ডক্টর মল্লিক। তবে তাঁর বিরাট তালিকায় অন্য যে সব গুণী ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যেহেতু তাঁদের ভিতরে বেশ কয়েকজন আম ার সুপরিচিত, তাঁদের সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বের স্মরণীয় কোনো স্কেচ এই সুদীর্ঘ বিবরণীতে না থাকায় পাঠক হিসেবে বঞ্চিত এবং বিস্মিত বোধ করেছি। দেশবিভাগের সময়ে আমিও পার্ক সার্কাসে কড়েয়া রোড়ের বাসিন্দা ছিলাম। আনিসের বয়স যখন দশ, আমার বয়স তখন ছাবিবশ। কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, জসীমউদ্‌দীন এবং আববাসউদ্‌দীন, আহসান হাবীব, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, ফরখ আহমদ প্রভৃতি অনেকেই চল্লিশের দশকে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তেতল ায় আমাদের র‍্যাডিক্যাল দপ্তরে প্রায়ই যাতায়াতকরতেন। আবার পঞ্চাশের দশকে আমার বেশ কিছু লেখা প্রকাশ করেছিলেন খান সারওয়ার মুর্শিদ ---তাঁর New Values পত্রিকায়। পূর্ব পাকিস্তানে মানবেন্দ্র রায়ের অনুগামীদের ভিতরে ছিলেন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আবদুল গনি হাজারী, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুল হাই, সালাহুদ্দিনন অ াহমদ, আবদুল মালেক, তাজুল হোসেন, এবং আরও বেশ কয়েকজন। পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে এবং / অথবা তার পরে বাংলাদেশে বেশকয়েক বাঁর যাবার ফলে আলী আহসান, আবদুল কাদির, মুহম্মদ শহীদুল্লা, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, জিল্লুর রহমন সিদ্দিকী, হাসান আজিজুল হক, রফিক আজাদ, দিলারা হোসেন, মহাদেব সাহা, অ াবদুল্লা আবু সয়ীদ, কামাল হোসেন, নুল হুদা, সেলিনা হোসেন, আখতারউজ্জামান ইলিয়াস এবং আরো অনেকের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আত্মজীবনীতে তাঁরা প্রায় সকলেই উল্লেখিত, কিন্তু নামের পিছনে মানুষগুলি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেন নি।

আসলে আনিসুজ্জামান তাঁতের এই অতিবিস্তারিত স্মৃতিচারণে পারিবারিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে রাষ্ট্রিয় ইতিবৃত্তকে পাশাপা শি রেখে অনেক অজ্ঞাত অথবা স্বল্পজ্ঞাত ঘটনায় আলোকপাত করেছেন বটে, কিন্তু যে সব মূল প্রশ্নের উত্থাপন এবং উত্তরের অনুসন্ধান আত্মজীবনীতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারতো তাদের প্রায় এড়িয়ে গেছেন। তিনি কী হতে চেয়েছিলেন এবং কী হয়েছেন, এই আত্মজিজ্ঞাসা তাঁকে আদৌ বিব্রত করেনি। স্ত্রীর কাছে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "আমি যুক্তি মেনে চলার চেষ্টা করি--কিন্তু সব সময়ে পারি না... গড়পড়তা লোকের তুলনায় আমি কম পক্ষপাতদুষ্ট, কম অযৌক্তিক" (পৃঃ ৪০৭-৮)। এ স্বীকৃতিতে অবশ্যই সত্য আছে, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তা থেকে সম্ভবত তাঁর অজ্ঞাতেই

যে আত্মপ্রকৃতি ধরা পড়েছে, তাতে আছে হিসেবিপনার আধিক্য, ঝুঁকি এড়াবার প্রবণতা, প্রভাবশালী জনের এবং প্রতিষ্ঠানা দির পৃষ্ঠপোষণা লাভের আগ্রহ, এবং অপ্রিয় প্রসঙ্গকে চাপা দেবার চেষ্টা। আবদুল হাইয়ের আত্মহত্যার কারণ তাঁর না-জ ানবার কথা নয়; কিন্তু সেই অন্ধকার অধ্যায়ের উপরে যবনিকা টেনেছেন হাইকে "জীবননাশী দুর্ঘটনার শিকার" (পৃঃ ৪৫৯) বলে। এডওয়ার্ড ডিমক এবং স্টিফেন হে দুজনেই আমারবন্ধু ; স্টিফেন কে কী ধরনের চাপের ফলে শিকাগো ছেড়ে হ ার্ভার্ডে চলে যান, তাও আমি জানি। কিন্তু সম্ভবত যেহেতু শিকাগোতেই তখন আনিসের নোঙর, "কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্টিফেনের বনিবনা না হওয়া"- কেউ তিনি সঙ্গত ব্যাখ্যা বলে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৩৯২)।

তবে যেটা কেন্দ্রীয় প্রশ্ন তা আনিসকে আলোড়িত না করলেও তাঁর এই বিস্তারিত আত্মকাহিনীতেই তার কিছুটা উত্তর মেলে। মাতৃভাষাকে রক্ষা করবার জন্য যে প্রবল আন্দোলন এক সময়ে পূর্বপাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশকে ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত করেছিল, যার ফলে মনে হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র দৃঢ়মূল হবে, আজ সেখানে তা এত দুর্বল কেন ? মনে হয় প্রথম কারণ ঐ আন্দোলনের নেতাদের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের চারিত্রিক দুর্বলতা। তাই মুনীর চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক পাকিস্তানের প্রচ ারমূলক অনুষ্ঠান করেন (পৃঃ ৪২১) ; আইয়ুব খানের আত্মজীবনীর আংশিক তর্জমা করেন মুনীর চৌধুরী (পৃঃ ৪৫০) ; ঢ াকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডিগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা করে ইসকান্দার মীর্জা এবং আইয়ুব খান-কে (পৃঃ ৩৬০)। অধাপকদের "মেদণ্ডের জোর" যে খুব বেশি নয় আনিস নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন (পৃঃ ৪৩৫) বটে, কিন্তু এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের বিচার - বিশ্লেষণের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন।

তা ছাড়া মাতৃভাষা -- প্রেমী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেশের অধিকাংশ মানুষের কোনো আত্মিক যোগ ছিল না। ফলে ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের গোড়ায় যে আন্দোলন সাময়িকভাবে তুঙ্গে উঠেছিল, তা কিছু পরে ক্ষীণ হয়ে আসে। আনিস কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সদস্য হতে পারেন নি ; কিন্তু ঐ পার্টি এবং তার আদর্শের প্রতি তাঁর টানের কথা তিনি গোপন করেন নি। অথচ এই দীর্ঘ আত্মজীবনী পূর্বপাকিস্থানের চাষী অথবা মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা ব া সংগ্রামের প্রসঙ্গ আগাগোড়াই এড়িয়ে গেছে। কথা এবং কাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বুদ্ধিজীবীরা রফা করে চলতে শিখেছেন তাঁদের মারাত্মক ক্ষতি হয় নি; কিন্তু যাঁরা আপোষহীন র‍্যাডিক্যাল তাঁদের দুর্দশার অন্ত নেই। তবে গত বছরে প্রকাশিত হয়ে থাকলেও এই আত্মজীবনীর সময়সীমা যেহেতু ১৯৭১ -এর মার্চ মাস, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্জন এবং অবক্ষয়, সংগ্রাম এবং সংকট এই গ্রন্থের উপজীব্য নয়। বাংলাদেশে বাস করে সেই পর্ব নিয়ে সত্যকথন এখনো যথেষ্ট বিপজ্জনক।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com